আমাদের আকীদাহ্ ও মানহাজ

দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন একটি পথ প্রদর্শনকারী কিতাব ও তাঁকে সাহায্যকারী একটি তরবারি

ওহে! তাওহীদবাদী ভাই,

আমরা এখানে আমাদের আকীদাহ্ ও মানহাজ নিয়ে আলোচনা করবো। তুমি স্মরণ রাখবে এগুলো কলম থেকে ঝরানো কিছু কালি, মুখ থেকে ঝরানো কিছু বুলি নয়।

এটি আমাদের আকীদাহ্, যা আমরা অন্তরের গভির থেকে বিশ্বাস করি, হৃদয় দ্বারা অনুভাব করি। যার জন্য আমরা নিজেদের রক্ত ঝরাই, আমাদের জীবন কোরবান করি।

এটি আমাদের মানহাজ, যার উপর আমরা নিজেরা চলি। যার কথা আমরা অন্যকে বলি। এটি ইলমের নূর দ্বারা আলোকিত জিহাদের খুন দ্বারা রঞ্জিত একটি মানহাজ।

এই আকীদাহ্ ও মানহাজের ভিত্তিতেই আমরা একত্রিত হয়েছি। তাওহীদ ও জিহাদের ঝাণ্ডা তলে সমবেত হয়েছি।

তাই এর প্রতিটি দিককে তুমি গুরুত্ব দেবে, সর্বচ্চো গুরুত্ব দেবে। এর আলোকে নিজ জীবন গঠন করবে। এই কামনায়-

-অভিন্ন পথের সহযাত্রী তোমার ভাইরা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰه ِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَ نْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَنَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

أمابعد!

আকীদাহ্ আমাদের

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি-

- আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় ও মহান। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।
- তাওহীদ তথা একত্ববাদের বাণী যা প্রমাণ করে আমরা তার জন্য তাই সাব্যস্ত করি। আমরা তার সাথে শিরেক করতে অস্বীকৃতি জানাই।
- আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত

আর কোন ইলাহ নাই। এটাই দ্বীনের সূচনা ও সমাপনি, বাহ্যিক ও অভ্যন্তর। যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেবে, তার শর্ত গুলো রক্ষা করবে, হক গুলো আদায় করবে, সেই মুসলিম বলে গণ্য হবে।

- আমরা বিশ্বাস করি-আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক, তার জন্যই সকল ক্ষমতা, সকল প্রশংসার অধিকার একমাত্র তারই। সব বিষয়ের উপর একমাত্র তিনিই কর্তৃত্ব রাখেন। তিনিই শুরু এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং গোপন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তাআলার সিফাত

- কুরআন ও সুন্নাহ্ এর মাঝে আল্লাহ তাআলা যে সিফাত সমূহ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের আকীদাকেই আমরা নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করি।
- আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য যে সমস্ত নাম

ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন আমরাও সেভাবেই সেগুলোকে সাব্যস্ত করি। মুয়াত্তিলাদের মতো তার সিফাত সমূহকে অস্বীকার করি না।

- আল্লাহ তাআলার সিফাতগুলোর ব্যাপারে আমাদের আকীদাহ্ হল, সেগুল তার শান অনুযায়ী। সেগুলো কোন মাখলুকের মতো নয়। আমরা মুশাব্বিহাদের মতো আল্লাহ তাআলার সিফাত গুলোকে মাখলুকের সাথে তাশবীহ (সাদৃশ্যতা) দেই না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম

- আমরা বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া-সাল্লাম মানব এবং জীন সকলের জন্য প্রেরিত আল্লাহ তাআলার রাসূল।
- তিনি যে বিষয়ে আদেশ দিবেন তার অনুসরণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।

- তিনি যে সকল বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা ও তার সামনে আত্মসমারপন করা জরুরী।
- আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া-সাল্লামকে ভালোবাসি এবং এই ভালবাসাকে ঈমানের অংশ ও রবের সন্তুষ্টির মাধ্যম মনে করি। আর আমরা আহলে বাইতকেও (নবী পরিবারের সদস্যদেরকেও) ভালোবাসি। তাঁদেরকে সম্মান করি।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া-সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আদেশের ব্যাপারে আমরা বদ্ধ পরিকর—

> কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫]

সম্মানিত ফেরেশতাগণ

- আমরা ফেরেশতাগণের উপর ঈমান এনেছি। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে নির্দেশ দেন তাঁরা তার অবাধ্য হয়না। যে নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয় তাঁরা তাই বাস্তবায়ন করেন।
- ফেরেশতাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের অংশ। তাদের প্রতি বৈরিতা কুফরির অন্তর্ভুক্ত।

কিতাবুল্লাহ

- আমরা বিশ্বাস করি আল-কুরআন কিতাবুল্লাহ, শব্দ ও অর্থ গত দিক থেকে আল্লাহ তাআলার কালাম, আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মধ্য থেকে একটি গুণ। মাখলুক তথা সৃষ্টি নয়। তাকে সম্মান করা আবশ্যক। তার অনুসরণ জরুরী। সে অনুযায়ী ফায়সালা করা ফরয।

সম্মানিত নবীগণ (আলইহিমুস সালাতু ওয়াস-সালাম)

- আমরা আল্লাহ তাআলার সকল নবী ও রাসূলগণের উপর ঈমান আনি। তাঁদের সর্ব প্রথম হলেন সায়্যিদুনা আদাম আলইহিস সালাতু ওয়াস-সালাম। আর সর্ব শেষ হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া-সাল্লাম। আম্বিয়া কেরামগন পরস্পর ভাই ভাই। তাঁদেরকে আল্লহ তাআলার তাওহীদের বানী পৌঁছানর জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরাম (রাদিঃ)

- আমরা সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর সন্তুষ্ট। তাঁরা সকলেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। আমরা কল্যাণ ব্যতীত তাঁদের ব্যাপারে কিছুই বলি না।
- তাঁদেরকে ভালোবাসা আমাদের উপর

ওয়াজিব। তাঁদের সাথে শত্রুতা রাখা মোনাফিকী বৈ কিছু নয়।

- তাঁদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারে আমরা নীরবতা অবলম্বন করি। আমরা মনেকরি এই মতভেদের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই মুয়াওয়িল (ভিন্ন ভিন্ন মত গ্রহণকারী) ছিলেন।

তাকদীর

- আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি তাকদীরের ভালো,মন্দের উপর। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বাহিরে কিছুই হয়না। বান্দার ভালো-মন্দ সবকিছু তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

কেয়ামত

- আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি কেয়ামতের নিদর্শন সমূহের উপর যা রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলইহি ওয়া-সাল্লাম তাঁর হাদীসে বর্ণনা করে গেছেন।

- আমরা মনে করি আদাম আলইহিস সালাম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ফেতনা হল দাজ্জালের ফেতনা।
- আমরা বিশ্বাস করী ঈসা আলিহিস সালাম ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী রুপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন।
- আমরা বিশ্বাস করি কেয়ামতের পূর্বে নবুওয়্যাতের আদলে পুনরায় খেলাফত ফিরে আসবে।
- আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি কেয়ামত সংঘঠিত হবার উপর।

কবরের আজাব

- আমরা কবরের আজাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি যে, আল্লাহ তাআলা শাস্তির উপযুক্ত বাক্তিকে শাস্তি প্রদান করবেন আবার তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

পুনরুত্থান ও আখিরাত

- আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার উপর।
- “হিসাব দিবস” ও আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হবার উপর।
- মিজান, হাউজে কাউছার ও পুলসিরাতের উপর।
- জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য হবার উপর।

শাফাআত

- আমরা বিশ্বাস করি, তাওহীদের অনুসারী যে সকল বাক্তি জাহান্নামে যাবে, সুপারিশ কারীদের সুপারিশের মাধ্যমে তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- এই সুপারিশের অধিকার তাঁরাই পাবেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং যাদেরকে ইচ্ছা করেন।

- আমরা কেয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের সুপারিশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি। এবং এও বিশ্বাস করি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁকে মাকামে মাহমূদ দান করবেন।

তাকফীর

- তাকফীরের ক্ষেত্রে আমরা বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি উভয়টিকে পরিত্যাগ করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করি।
- যে মুওয়াহহীদ ব্যক্তি কেবলা মুখি হয়ে নামাজ পড়ে আমরা তাকে মদ, জেনা, চুরি এ ধরনের গোনাহের কারণে তাকফীর করিনা। যতক্ষণ না সে সেটাকে হালাল বলে। বা তার থেকে অন্য কোন ঈমান ভঙ্গের কারণ প্রকাশ

পায়।

- আমরা খাওয়ারেজদের মাজহাবকে প্রত্যাখ্যান করি, যারা কবিরা গোনাহের কারণে মুসলিমদেরকে তাকফীর করে।
- আমরা ঐ মুরজিয়াদের মাজহাবকেও অস্বীকার করি যারা বলে অন্তরে ঈমান থাকলে কথা ও কাজের কারণে মানুষ কখনেই কাফের হয় না।
- আমরা বলি, এমন কিছু কথা বা কাজ আছে তা যদি কোন মুসলিম করে বা বলে তাহলে কাফের হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তার অন্তরের ঈমান ধর্তব্য হবে না। আল্লাহ তাআলার কাছেও না। আমাদের কাছেও না।
- কোন ব্যক্তি থেকে কোন কুফরী কথা বা কাজ প্রকাশ পেলে আমরা সাথে সাথেই তাকে তাকফীরে মুয়াইয়ান (নির্দিষ্ট ভাবে কাফের সাব্যস্ত) করি না। আমরা বিশ্বাস করি নির্দিষ্ট ভাবে কারো উপর কুফরের হুকুম প্রদানের

পূর্বে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত ও মাওয়ানে (প্রতিবন্ধকতা) বিদ্যমান রয়েছে।

- আমরা শুধুমাত্র সন্দেহ বা সংশয়ের উপর ভিত্তি করে অথবা কোন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তির কথার উপর ভিত্তি করে তাকফীর করি না।
- খাওয়ারেজদের চিন্তা-ধারার ধারক সমকালীন নবজন্মা কিছু যুবকের ন্যায় আম মুসলিম দেশের জনসাধারণকে আমরা ঢালাও ভাবে তাকফীর করিনা।

বাতিল মতবাদ

- আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি মতবাদকে সুস্পষ্ট কুফর হিসাবে আখ্যায়িত করি—
    - ❖ গণতন্ত্র
    - ❖ সমাজতন্ত্র
    - ❖ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
    - ❖ জাতিয়তাবাদ

শাসক

- শাসক যদি মুসলিম হয়, আল্লাহ তাআলার বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহলে ভালো কাজে তার আনুগত্য করাকে আমরা আবশ্যক মনে করি।
- মুসলিম দেশের যে সমস্ত শাসক রাষ্ট্রীয় ভাবে আল্লাহ তাআলার বিধানকে রহিত করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিধিত হালাল গুলোকে রাষ্ট্রীয় ভাবে অবৈধ আর হারাম গুলোকে বৈধতা প্রদান কর, আল্লাহ তাআলার বান্দাদেরকে সে বিধান মানতে বাধ্য করে। আমরা তাদেরকে দ্বীন ত্যাগী মুরতাদ হিসাবে গণ্য করি।
- কোন শাসক যদি রাষ্ট্রীয় ভাবে আল্লাহ তাআলা বিধানকে পরিবর্তন না করে, কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে অন্যের হক নষ্ট করে, কোরান-সুন্নাহ অনুযায়ী যার পক্ষে ফায়সালা যাবার কথা তার পক্ষে ফায়সালা

না করে প্রবৃত্তির তাড়নায় তার বিপক্ষে ফায়সালা করে, তাহলে তাকে আমরা কবিরা গোনাহ কারী হিসাবে সাব্যস্ত করি। কাফের আখ্যায়িত করি না।

- ইসলাম কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে, মুসলিম দেশের যে সমস্ত শাসক মুসলিমদের বিপক্ষে কাফেরদের পক্ষে অস্ত্র ধরে বা সাহায্য করে, আমরা তাদের কে মুরতাদ মনে করি।

আমাদের মানহাজ

মানহাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- নির্যাতিত মুসলিমদেরকে কাফেরদের জুলুম থেকে রক্ষা করা। তাদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনা।
- মুসলিমদের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মানের হেফাজত করা। কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলিমদেরকে মুক্ত করা।
- মুসলিমদের ভূমিগুলো প্রতি রক্ষা করা। কাফেরদের দ্বারা দখলকৃত ভূমিগুলো দখল মুক্ত করা।
- আল্লাহ তাআলার জমিনে তাঁরই বিধান প্রতিষ্ঠা করা।

❖ তবে, আমাদের মানহাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তাই যা আল্লাহ তাআলা

আমাদের উপর ফরজ করেছেন, এবং সকল উলুল আজম নবী ও রাসূলগণ যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে গেছেন, যে লক্ষ্য অর্জিত হলে অন্য সকল লক্ষ্য পূর্ণ হবে, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার জমিনে তার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা। অন্য সকল দ্বীনের উপর আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে বিজয়ী করা। কালিমার পতাকাকে সমুন্নত করা। কুফরের পতাকাকে অবনত করা। পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ তাআলা তাওহীদকে বাস্তবায়ন করা। খিলাফাত আলা-মিনহাজিন নুবুয়্যাহ কে ফিরিয়ে আনা।

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ

- আল্লাহ তাআলার জমিনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও মুসলিমদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ্ এর পথকে বেছে নিয়েছি।
- জিহাদকেই আমরা দ্বীন কায়েমের একমাত্র

পথ হিসাবে মনে করি।

- জিহাদ বলতে আমরা বুঝি- আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কিতাল বা যুদ্ধের জন্য নিজের জান-মাল ও সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়াকে। আর এ কিতাল বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব সম্মত আনুসাঙ্গিক সকল কাজ জিহাদের মাঝেই গণ্য হবে। যেমনঃ অস্ত্র ও মাল সংগ্রহ, সৈনিক সংগ্রহ, ট্রেনিং ইত্যাদি।
- আমরা বর্তমান প্রতিটি সক্ষম মুমিনের উপর জিহাদকে ফরজে আইন মনে করি। নামাজ রোজা যেমন ফরজ, জিহাদকেও একেই রকম ফরজ হিসাবে গণ্য করি।
- মুসলিম দেশের যে সমস্ত শাসক মুরতাদ হয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করাকেও আমরা আসলি কাফেরদের সাথে কিতালের ন্যায় ফরজে আইন বলে বিশ্বাস করি।
- যারা শরয়ী গ্রহণ যোগ্য ওজর ব্যতীত কিতাল করছে না বা তার জন্য যথাযোগ্য প্রস্তুতি

গ্রহণ করছেনা আমাদের মতে তারা ফরজ তরকের কারণে গুনাহগার হচ্ছে। চাই তারা দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যতই এগিয়ে থাকুক। এটাকেই আমরা আল্লাহ তাআলার দ্বীন মনে করি, এই বিশ্বাসই অন্তরে পোষণ করি।

আল-জামাআহ (জামাত বদ্ধ হওয়া)

- দ্বীন কায়েমের সার্বিক কাজ আঞ্জাম দেবার জন্য জামাত বদ্ধ হওয়াকে আমরা ফরজ মনে করি। কেননা জামাত বদ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে, একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করা সম্ভব নয়।
- আমাদের মতে উক্ত জামাত হতে হবে, সকল দেশ ভিত্তিক, গোত্র ভিত্তিক, আঞ্চলিক ও জাতিয়তাবাদী চিন্তা চেতনা থেকে মুক্ত। নির্দিষ্ট এলাকার পরিবর্তে যাদের ফিকির হবে খেলাফাহ, নির্দিষ্ট ব্যক্তির পরিবর্তে যাদের চিন্তা হবে উম্মাহ।
- আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, জামাআহকে নির্দিষ্ট

গণ্ডির মাঝে সিমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক মুজাহিদীনে কেরামের যে জামাআহ আছে তার সাথে মিলিত করা, নিজেদের খেয়ালখুশি মতো না চলে তাদের আনুগত্য গ্রহণ করা।

- আমাদের মতে জামাআতের উমারাগণ হতে হবেন, নববী ইলমের অধিকারী, নবী-রাসুলগনের উত্তরাধীকারী, আহলে হক ও বিচক্ষন আলেমগণ, যারা কিতাবুল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের সুন্নাহ্ এর রোশনিতে জামাআহ পরিচালনা করবেন।

- জামাআর উমারাদের আদেশ শোনা ও মানাকে আমরা ওয়াজিব মনে করি, চাই তা আমাদের ইচ্ছার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক, চাই আমরা সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, যতক্ষণ না তা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হয়।

- আমাদের মতে দ্বীন কায়েম এমন জামাআতের পক্ষেই সম্ভব হবে যাদের মাঝে

দু-ধরণের গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে-

- শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও জিহাদ।
- আল্লাহ তাআলার প্রতি একান্ত ভালোবাসা, মুমিনদের প্রতি সহানুভূতি, কাফেরদের প্রতি কঠোরতা, সকল নিন্দুকের নিন্দাকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তাআলার পথে অবিচলতা।

❖ আমরা সকল মুসলিমদের বিশেষ করে মুজাহিদীনদের এক পতাকা তলে একত্রিত হওয়াকে আবশ্যক মনে করি।

❖ আমরা মতভেদে ও দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে সকলকে ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদের দিকে আহবান করি।

কর্ম পরিকল্পনা

আমাদের মত হচ্ছে, দ্বীন কায়েমের এই মহান উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জনের জন্য জিহাদী কফেলাকে দু-ধরণের কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে সামনে বাড়তে হবে-

- দাওয়াতি কর্ম পরিকল্পনা।
- সামরিক কর্ম পরিকল্পনা।

দাওয়াতি কর্ম পরিকল্পনা

দ্বীন কায়েমের দিকে অগ্রসর হবার জন্য আমরা দুধরণের দাওয়াতকে বেছে নিয়েছি—

- আদ-দাওয়াতুল আম্মাহ বা আম জনসাধারণের জন্য দাওয়াত।
- আদ-দাওয়াতুত তাজনিদিয়্যাহ বা দ্বীনর সৈনিক তৈরির জন্য দাওয়াত।

আদ-দাওয়াতুল আম্মাহ

এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য

সাধারণ মুসলিমদেরকে তাওহীদ ও জিহাদের পথে আগে বাড়ান। তাদের হারানো চেতনাকে ফিরিয়ে আনা। ইসলামের জন্য কোরবানি ও

ত্যাগস্বীকারের মানসিকতা সৃষ্টি করা। তাদেরকে সংগ্রামী চেতনায় উজ্জিবীত করা। ধীরে ধীরে তাদেরকে শরীয়তের সাহায্যকারী বানানো।

দাওয়াতের বিষয়বস্তু

- তাওহীদের সঠিক ব্যাখ্যা তাদের সামনে তুলে ধরা। তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যা তাদের সামনে সাফ করে দেয়া। বিধান প্রদান সহ অন্য সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, এ কথা তাদেরকে বোঝানো।
- তাদের মাঝে ওয়ালা-বারার হারিয়ে যাওয়া আকীদাহ্ ফিরিয়ে আনা। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ তাদের মাঝে জাগিয়ে তুলার চেষ্টা করা। বিশ্বের সকল মুসলিম যে একটি দেহের ন্যায় তা তাদেরকে বুঝানো।
- জাতিয়তা বাদের অসাড়তা তাদেরকে

বোঝানো। এই জাতিয়তাবাদ যে মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে কুফরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা তাদের সামনে পরিস্কার করে তোলা।

- গণতন্ত্রের নোংরামি আর ইসলামের সৌন্দর্য্যতা তাদেরকে পার্থক্য করে বোঝানো। জাতিয়তাবাদ ও খিলাফাহ ব্যবস্থার মধ্যকার আকাশ-পাতাল পার্থক্য তাদের সামনে তুলে ধরা।
- উম্মাহর বিরুদ্ধে ইহুদী- খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত ও শত্রুতার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে তোলা। মুসলিমদের মধ্যকার মতো-পার্থক্য তাদের মাঝে বেশি আলোচনা না করে কাফেরদের শত্রুতা বেশি বেশি প্রকাশ করা।
- আমেরিকা ও ইসরাইল সহ অন্যান্য কুফরী শক্তি বিশ্বব্যাপী মুসলিমদেরকে যে জুলুম ও নির্যাতন করছে তার দাস্তান তাদের সামনে বর্ণনা করা। আর আমাদের দেশের শাসক গুলো এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের পরিবর্তে তাদের

কে সাহায্য করছে। এই শাসকগুলো যে মুসলিমদের জান-মাল রক্ষাকারী নয় বরং তাদের রক্ত পানকারী এটা যাতে তারা বুঝতে পারে এবং তাদের রিদ্দাহ (মুরতাদ হওয়া) মুসলিমদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

- ❖ মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে তদেরকে ক্ষেপীয়ে তোলা।
- ❖ মজলুম মুসলিমদেরকে সাহায্যের জন্য তদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
- ❖ তাদের জান-মাল ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলার রাহে মুজাহিদগণ নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করছে তা তাদেবুদ বুঝানো। যাতে তারা তাদের প্রকৃত বন্ধু ও শত্রু চিনতে পারে।
- ❖ উলামায়ে-সূ বা দরবারী আলেমদের হাকীকত (বাস্তবতা) তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া। তাদের ধোঁকা থেকে সাবধান করা।
- ❖ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ, জিহাদ ও

মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দাজ্জালী মিডিয়ার অপপ্রচার, প্রোপাগান্ডা ও চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচিত করা।

দাওয়াতের পদ্ধতি

- তাওহীদ ও জিহাদের পথের পথিক আলেমদেরকে মসজিদের মেম্বার সমূহে বসানো এবং সেখান থেকে উক্ত আওয়াজ বুলন্দ করা।
- আহলে হক আলেমগণ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে হকের পক্ষে বলে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে জুলুম ও নির্যাতনের ভয় না করা। জালিমের রক্ত চক্ষুকে পরোয়া না করা।
- তাওহীদবাদী ভাইদের বেশী বেশী সামাজিক কল্যাণ মূলক কাজে যুক্ত হওয়া।
- শক্তিশালী মিডিয়া গঠন করা।

আদ-দাওয়াতুত তাজনিদিয়্যাহ

দাওয়াতের লক্ষ্য

এই দাওয়াতের মাধ্যমে আমরা একজন সাধারণ মুসলিমকে মুজাহিদদের কাতারে এনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করি। তাকে গোপনে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের একজন সৈনিক হিসাবে গড়ি। আর এ দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ গুরুত্তারুপ করি।

দাওয়াতের বিষয়বস্তু

আল্লাহ তাআলা একজন সৈনিকের জন্য যেসব বিষয় আবশ্যক তাই এ দাওয়াতের মূল আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ মুমিন ও মুজাহিদের যে সব গুণাবলি কোরআন ও সুন্নাহতে আলোচনা হয়েছে তাই আমরা এ দাওয়াতের মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি।

দাওয়াতের পদ্ধতি

এই দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ এক পদ্ধতির অনুসরণ করি যা আদ-দাওয়াতুল ফারদিয়্যা নামে পরিচিত। এর মাধ্যমেই আমরা

আল্লাহ তাআলার পথের মুজাহিদ তৈরির চেষ্টা করি।

সামরিক কর্ম পরিকল্পনা

ইয়দাদ (সামরিক প্রস্তুতি)

- জিহাদের জন্য সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজে আইন।
- তাই আমাদের মত হচ্ছে, দ্বীন কায়েমের এ কাফেলাকে সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী পূর্ণ শক্তি ব্যয় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সামান্য অবহেলাও করা যাবে না।
- আমাদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় সামরিক ক্ষেত্রে সতর্কতা, সাবধানতা ও বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হবে।

আমাদের প্রথম টার্গেট ও প্রধান শত্রুঃ

সকল কাফেরকেই আমরা আমাদের শত্রু মনে করি কেননা তারা কখনো আমাদের বন্ধু হতে পারেনা। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। চাই সে কাফেরে আসলি হোক বা মুরতাদ। তবে সামরিক পলিছি ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান শত্রু ও ধারাবাহিক টার্গেট হল-

- ঐ সমস্ত আয়িম্মাতুল কুফর যারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর তারা হল, আমেরিকা ব্রিটেন ইসরাইল সহ সকল পশ্চিমা ক্রুসেডাররা। আমরা তাদের স্বার্থে আঘাত হানাকে আমাদের সবচেয়ে অগ্রগণ্য দায়িত্ব হিসাবে মনে করি। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে আমরা তাদের স্বার্থে আঘাত হানতে প্রস্তুত।
- ঐ সমস্ত জালিম কাফির বা মুরতাদ বাহিনী, যারা সাধারণ মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালায়। তাদেরকে হত্যা করে। বিনা অপরাধে কারাগারে বন্দী করে রাখে। তাদের ইজ্জত সম্মান লুণ্ঠন করে।

- মুসলিম দেশের ঐ সমস্ত শাসক যারা রাষ্ট্রীয় ভাবে আল্লাহ তাআলা বিধানকে রহিত করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিধিত হালাল গুলোকে রাষ্ট্রীয় ভাবে অবৈধ আর হারাম গুলোকে বৈধতা প্রদান করে, আল্লাহ তাআলার বান্দাদেরকে সে বিধান মানতে বাধ্য করে। ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যারা কুফরের পক্ষ অবলম্বন করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শত্রুর ক্ষেত্রে আমাদের উপরোক্ত মানহাজ একটি সামগ্রিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে। তবে যে সমস্ত লোকাল কাফের বা মুরতাদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলিহি ওয়া-সাল্লাম কে গালিদেয়, দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা করে (তাদের উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত বর্ষিত হোক) উপরোক্ত শত্রুদের পূর্বে তাদেরকে হত্যা করা, আমরা আমাদের সর্ব প্রথম ঈমানী দায়িত্ব মনে করি।

হিজরত

- আমাদের সামরিক পরিকল্পনার একটি মৌলিক দিক হল অন্য ভূখণ্ডে হিজরত। তবে হিজরতকেই আমরা আমাদের একমাত্র সামরিক পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচনা করিনা। যেমনটি কোন কোন তানজীম করে থাকেন।
- “এ ভূখণ্ডের সকল মুজাহিদ অন্য কোন ভূখণ্ডে গিয়ে জিহাদ করবে” এমন পরিকল্পনাকে আমরা অবাস্তব মনে করি।
- আমরা মনে করি কয়েক ক্ষেত্রে অন্য ভূখণ্ডে হিজরত করতে হবে-
  - ✓ আলামী (আন্তর্জাতিক) উমারাগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি বিশেষ কিছু ভাইকে হিজরতের আহবান করেন।
  - ✓ কোথাও যদি মুসলিমরা কাফেরদের দ্বারা নির্যাতিত হয়, তাদের সাহায্যকারী না থাকে, পরামর্শ করে আমাদের কিছু ভাইকে সেখানে পাঠানো সম্ভব হয়।
  - ✓ নেতৃত্বদানকারী কিছু ভাইয়ের উন্নত

প্রশিক্ষণ, বাস্তব জিহাদের অভিজ্ঞতা অর্জন ও ভাইদের থেকে সরাসরি কাজ শিখে আসার জন্য।

সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের কতিপয় মুলনীতি

- ইয়দাদ বা প্রস্তুতির মারহালা গুলো একটু সবরের সাথে অতিক্রম করা। একটি সামগ্রিক লড়াই শুরুর পূর্বে অভিজ্ঞ উমারাগন এর জন্য যে শর্ত বর্ণনা করেন তা পূর্ণ করা।
- পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার পূর্বে যথা সম্ভব স্থানীয় মুরতাদদের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলা। একান্ত আবশ্যক না হলে তদের বিরুদ্ধে অপারেশন না করা। প্রস্তুতি পূর্ণ হবার পূর্বে তাদের সাথে সংঘাত মেটানোর সুজক এলে মিটিয়ে ফেলা।
- যে সমস্ত নারী, শিশু ও বৃদ্ধ আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকবে যথা সম্ভব তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত

থাকা। যদিও তারা শত্রু পরিবারের সদস্য হয়।

- যে সমস্ত কুফরী বাতিল ফেরকা আছে যেমনঃ শিয়া, কাদিয়ানী, মাজার পুজারী, তারা যদি সামরিক অপরাধে জড়িত না হয়, তাহলে তাদেরকে হত্যা না করা, যদিও তা বৈধ হয়। বরং আমাদের শক্তি আমরা ঐ তাগুতের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবো যাদের কারণে তারা টিকে আছে।
- উলামায়ে-সূ দের বিরুদ্ধে আমাদের কাজ তাদের ভ্রান্ত যুক্তি গুলো কোরআন-সুন্নাহর রোশনিতে খণ্ডন করা ও তাদের মুখোশ জাতীর সামনে উন্মোচন করার মধ্যেই সীমা বদ্ধ থাকবে। যতক্ষণ না তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়।

অন্যান্য জিহাদী সংগঠন

- আলহামদুলিল্লাহ এ দেশে একাধিক জিহাদী

সংগঠন পূর্বেও কাজ করেছে বর্তমানও করছে। এ দেশের মাটিতে জিহাদের দাওয়াত ও ইয়দাদের ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে বিশেষ অবদান। আমরা তাদের এ অবদানকে স্বীকার করি।

- জিহাদের পথের পথিক সকল জিহাদী কাফেলার সাথে সুসম্পর্ক রেখে আমরা আগে বাড়তে চাই। সকলের সাথে কোন ধরণের ভুল বুঝা বুঝি বা সংঘাত সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি। যদিও বা এর জন্য কখনো কখনো আমাদের অধিকারের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হয়।
- যে সমস্ত জিহাদী কাফেলা আমাদের আলামী (আন্তর্জাতিক) ভাইদের আকীদাহ্-মানহাজের সাথে সহ মত পোষণ করবেন এবং তা মেনে নেবেন অতঃপর যদি তাদের মাঝে আমনিয়াতের ঘাটতি না থাকে, অথবা তাদের সাথে ঐক্য করলে আমনিয়্যাতের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রবলেম হবার আশঙ্কা না

থাকে। তাহলে তাদের সাথে ঐক্যের ক্ষেত্রে আমরা বদ্ধ পরিকর।

- যে সমস্ত কাফেলা আলামী ভাইদের আকীদাহ্ মানহাজের অনুসরণ করেনা, তাদের ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা হল আমরা ধীরে ধীরে তাদের আকীদাহ্-মানহাজ সাফ করার চেষ্টা করি। তাদের সামনে আলামী (আন্তর্জাতিক) উমারাদের আকীদাহ্ -মানহাজ সম্পৃক্ত মূলনীতিগুলো পেশ করার চেষ্টা করি। যাতে আমাদের সকলের জিহাদকে আমরা একটি পরিষ্কার আকীদাহ্-মানহাজের উপর দাঁড় করাতে পারি।

গণতান্ত্রিক "ইসলামী" দল সমূহ

- গণতন্ত্র ও ইসলামের একত্রে সমন্বয় কখনই সম্ভব পর নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েমের ফিকির অবাস্তব, অসম্ভব, পাগলের প্রলাপ মাত্র।
- কিছু কিছু আলেমের ভুল ইজতেহাদ ও

অগ্রহণযোগ্য ফাতওয়ার কারণে অনেক মানুষ ইসলামের নামে নাপাক গণতন্ত্রের খপ্পরে পড়েছে। এ সমস্ত "ইসলামী গণতান্ত্রিকদেরকে" তাদের তাবীলের (নুসুসের ভুল ব্যাখ্যা বুঝা, যা তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক) কারণে আমরা তাকফীর করিনা। কিন্তু আমরা তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট মনে করি।

- এ পথের পথিকদেরকে সঠিক মানহাজ বুঝিয়ে আমরা আমাদের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করি। তাদেরকে আম্বিয়া আলইহিমুস সালাতু ওয়াস-সালামের মানহাজের দিকে সর্বদা আহবান করি। দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে তাদের জজবাকে সঠিক পথে কাজে লাগনোর ফিকির করি।

ফিকহের ক্ষেত্রে আমাদের মানহাজ

- ফিকহের ক্ষেত্রে আমাদের মাসলাক ভারসম্য পূর্ণ। আমরা এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি উভয়টিকে অপছন্দ করি।

- আমাদের নিকট শরয়ী দলীল হল, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের কুরআন-সুন্নাহ থেকে নির্ভরযোগ্য কেয়াস। এর বাইরে কোন দলীল আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।
- সম্মানিত চার ইমাম সহ অন্যান্য সকল মুজতাহিদ ইমামদেরকে আমরা ভালোবাসি। আমরা তাদেরকে নিজেদের সালাফ মনে করি এবং তাদের পথেই অনুসরণ করি।
- মুজতাহিদ ইমামগণ কোন ইজতেহাদী মাসাআলায় ইজতেহাদ করতে গিয়ে যদি ভুল করে থাকেন তথাপি তিনি প্রতিদান পাবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।
- ইজতেহাদি ভুলের কারণে যারা সম্মানিত ইমামদের সমালোচনা করে, গাল মন্দ করে, বিরূপ মন্তব্য করে তাদের সাথে আমাদের তানজিমী কোন সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করি। আমরা তাদের এ কাজকে অপছন্দ করি।

- শরয়ী ন্যূনতম জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও মুজতাহিদগণের অনুসরণ না করে যারা নিজেরাই ইজতেহাদ করে আমালের কথা বলে, আমরা তাদেরকে ভুল পথের পথিক বলে মনে করি।
- একই ভাবে ইমামদের অনুসরণের ক্ষেত্রে যারা বাড়াবাড়ি করে। নিজ ইমামের সকল ইজতেহাদকে সঠিক মনে করে অন্য ইমামগনের মতকে অসম্মান করে কেউ যদি অন্য কোন মুজতাহিদ ইমামের মতামত গ্রহণ করে তাকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করে আমরা তাদের এ কাজকেও অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি বলে মনে করি।
- ইজতেহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে আমরা কোন মুসলমানকে গোনাহগার ভাবি না এবং তার সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করি না।

বাইতুল মাল

- জানের পরেই জিহাদের ক্ষেত্রে যে

জিনিষটির সর্বাধিক প্রয়োজন পড়ে তা হল মাল। তাই আমরা মুসলিম ভাইদের থেকে মাল সংগ্রহ করি।

- মুসলিমদের মাল, আমাদের হাতে একটি বিরাট আমানত। আমরা তা রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। বাইতুল মালের প্রতিটি পয়সার হেফাজত করা এবং তার হিসাব রক্ষা করাকে আমরা আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব মনে করি।
- আমরা যদি কখনো বিশেষ খাত উল্লেখ করে মাল সংগ্রহ করি, অতঃপর কোন কারণে সে খাতে মাল ব্যয় সম্ভব না হয়। তাহলে উক্ত মাল, মাল দাতার কাছে ফেরত দেয়াকে আমাদের দায়িত্ব মনে করি।

ওহে! সম্মানিত ভাই,

- ✓ এই আমাদের আকীদাহ্ ও মানহাজ যার উপর ভিত্তি করে আমরা সমবেত হয়েছি।
- ✓ এই আমাদের আকীদাহ্ ও মানহাজ যার আলোকে আমরা সামনে বাড়ছি।
- ✓ এই আমাদের আকীদাহ্ ও মানহাজ যার উপর আমরা নিজেরা চলি।
- ✓ এই আমাদের আকীদাহ্ ও মানহাজ যার কথা আমরা অন্যকে বলি।

-এসো কাফেলা বদ্ধ হই। তাওহীদ ও জিহাদের ঝাণ্ডা তলে সমবেত হই-

সমাপ্ত